সংবাদ
113
তারিখ ... 1.11.84 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইন্দিরা গান্ধী নিহত

(১ম পাতার পর)

ও হৃদযন্ত্র সচল রাখা হয়। অস্ত্রোপচার করে চিকিৎসকরা ৭টি বুলেট অপসারণে সক্ষম হন। প্রখ্যাত কার্ডিওলজিষ্ট ও নিউরোলজিষ্টসহ ১২ জনেরও বেশী চিকিৎসক প্রধানমন্ত্রীকে বাঁচানোর জন্যে চেষ্টা করেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। সকাল সাড়ে ৯টার সময় চিকিৎসকরা ইনষ্টিটিউটের কনফারেন্সরুমে বৈঠকরত মন্ত্রিসভার সদস্যদের জানান যে, তাঁদের নেতা মারা গেছেন।

হাসপাতালে ইন্দিরার শয্যাপাশে তাঁর ছেলে রাজীব গান্ধী ব্যতিরেকে পরিবারের সকল সদস্য উপস্থিত ছিল। প্রয়াত পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর স্ত্রী মানেকা গান্ধী এবং সঞ্জয় পুত্র বরুণও এসেছিল হাসপাতালে। রাজীব ছিলেন কলকাতায়। মাতৃ বিয়োগের খবর পেয়ে বিমান বাহিনীর বিশেষ বিমানে করে রাজীব ফিরে আসেন দিল্লীতে। সঙ্গে ছিলেন ২ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জি ও বরকত গনি খান চৌধুরী।

রাষ্ট্রপতি জৈল সিং ছিলেন উত্তর ইয়েমেনে। সেদেশে ৩ দিনের সফরশেষে গতকাল স্বদেশে রওনা হবার জন্যে বিমানে ওঠার সময় মর্মান্তিক সংবাদটি পান। দিল্লীতে পৌঁছেই তিনি প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্য বিমানবন্দর থেকে সোজা হাসপাতালে চলে যান।

শোকাকুল জনতা

ইন্দিরা গুলীবিদ্ধ এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই হাসপাতালে ছুটে আসতে থাকে সাধারণ মানুষ এবং ইন্দিরা পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব। ভিড় বন্ধ করার জন্য পুলিশ হাসপাতালের প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়। হাসপাতালের করিডোর ও গেটের বাইরে বহু লোককে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখা যায়।

মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সরকারী ও বেসরকারী দফতরগুলোতে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় এবং শোকার্ত মানুষের ভিড় রাস্তায় বাড়তে থাকে। ফলে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ও হাসপাতালমুখো সকল রাস্তা বন্ধ করে দিতে হয়।

আততায়ী

আততায়ীদের একজনের নাম বিয়ান্ত সিং (২৬)। সে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য। আরেকজনের নাম সত্যান সিং (৪০), দিল্লী সশস্ত্র পুলিশের সদস্য। পুলিশ জানায়, সত্যান ঘটনাস্থলেই প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত রক্ষীদের গুলীতে মারা যায়। বিয়ান্ত সিংকে গুলীবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে আনার পর মারা যায়। তাদের মৃতদেহ রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে আছে। হাসপাতাল ভবন পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছে।

'প্রতিশোধ নিলাম'

অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি গতকাল বেলা সাড়ে ১২টায় মার্কিন বার্তা সংস্থা এপি'র দিল্লী অফিসে ফোন করে বলে, 'আমরা প্রতিশোধ নিলাম। শিখ ধর্ম দীর্ঘায়ু হোক।'

তুমি কে, কোন সংগঠনের তরফ থেকে কথা বলছ—প্রশ্ন করা হলে সে বলে, 'গোটা শিখ সম্প্রদায় এই প্রতিশোধ নিয়েছে।' এরপরই সে রিসিভার ছেড়ে দেয়।

উল্লেখ্য, গত ৬ই জুন অমৃতসরে স্বর্ণমন্দির থেকে সন্ত্রাসবাদী জঙ্গী শিখদের বের করতে সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে ৬৫০জন শিখ মারা যায়। এ ঘটনার পর ইন্দিরাকে সপরিবারে খুন করা হবে বলে জঙ্গী শিখরা একাধিকবার হুমকি দিয়েছিল।

কড়া নিরাপত্তা

এএফপি জানায়: দিল্লী নগরীতে ঢোকার ও বেরোনোর সকল পথ পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে। মন্ত্রী ও সিনিয়র সরকারী কর্মকর্তাদের বাড়ীতে কড়া পাহারা চলছে। দিল্লী পুলিশের ২৪ হাজার সদস্যের সবাইকে পুরো সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে এবং ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

শিখ মন্দিরগুলোর ওপর যাতে প্রতিশোধমূলক হামলা না হয় সে জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধী নিহত

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর দু'জন নিরাপত্তা রক্ষীর গুলীতে নিহত হয়েছেন। তাঁর দেহরক্ষীদের গুলীতে আততায়ীরাও মারা যায়। আকাশবাণী গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় (বাংলাদেশ সময়) তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচার করে।

পিটিআই জানায়: ইন্দিরা নিহত হবার পর গতকাল ভারতের সর্বত্র সেনাবাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনীকে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। সরকারী সূত্র বলেছে, জাতীয় সংকটের সময় স্বাভাবিক সাবধানতা হিসেবে এই ব্যবস্থা নেয়া হয়।

দক্ষিণ দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী ভবন কমপ্লেক্সের ১৪ নম্বর আকবর রোডের বাড়ীতে অপেক্ষমাণ দর্শনার্থীদের সাথে দেখা করার জন্যে শ্রীমতী গান্ধী গতকাল সকাল ৯টা ৫ মিনিটে ১ নম্বর সফদর জং রোডের সরকারী বাসভবন থেকে বেরুলে তিনি আক্রান্ত হন। আততায়ীদের একজন ষ্টেনগান ও আরেকজন রিভলভারের গুলী চালায়। ইন্দিরা ১৬টি বুলেটে বিদ্ধ হন। ৩টি বুলেট তাঁর বুকে, ৭টি তলপেটে এবং ৯টি হৃৎপিণ্ডে লাগে। অবিরাম রক্তপাত হতে থাকে।

ইউএন আই জানায়: কমলা রঙের সুতী শাড়ী পরিহিতা ইন্দিরা বাড়ী থেকে বের হলে হঠাৎ ২ ব্যক্তি তাঁকে গুলী করে। এদের একজন উর্দি পরা, অন্যজনের গায়ে অসামরিক পোশাক। শ্রীমতী গান্ধী চিৎকার করে পড়ে যান। চিৎকার শুনে বাড়ীর লোকজন ও নিরাপত্তা কর্মীরা ছুটে আসে।

দ্রুত তাঁকে নিখিল ভারত চিকিৎসা বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট (এআইআই এম এস) হাসপাতালে নেয়া হয়। রক্তাক্ত প্রধানমন্ত্রীকে ষ্ট্রেচারে করে নামাতে দেখে চিকিৎসকরা হতভম্ব হয়ে যান। কারণ তাঁকে যে আনা হচ্ছে সেটা আগেভাগে জানানো হয়নি।

হাসপাতাল সূত্রের বরাত দিয়ে পিটিআই জানায়, শ্রীমতী গান্ধীর নাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল না এবং আলো ফেলার পরও চোখের মণি নড়ছিল না। তবু ৯ তলায় ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে তাঁর দেহে রক্ত সঞ্চালন করা হয় এবং কৃত্রিম উপায়ে ফুসফুস

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

তারিখ ... 1.11.84 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
৭১৮.১৫